

অনুতাপ, ভগ্নচূর্ণ অন্তর ও ক্ষমা

সংক্রান্ত

যে প্রাথমিক বিষয়গুলি আপনার

জানা প্রয়োজন

লারস্ বি. ডানবারগ্

ServeNow

অনুতাপ, ভগ্নচূর্ণ অন্তর ও ক্ষমা সংক্রান্ত যে প্রাথমিক বিষয়গুলি আপনার জানা প্রয়োজন

The Basic Things You Need to Know About Repentance, Brokenness and Forgiveness (Bengali)

By: Lars B. Dunberg

Copyright © 2019 by *ServeNow*.

Used by permission.

All rights reserved.

ISBN : 978-1-964796-78-9

All Bible Verses are taken from the Holy Bible, Bengali ©
2016 Copyright by Bible Society of India. Used by Permission
All Rights. Reserved.

Published by *ServeNow*,
1817 Austin Bluffs Parkway #110,
Colorado Springs, CO 80918, USA.

ভূমিকা

এই সুপ্তিকায় খ্রিস্টীয় জীবনের পক্ষে অপরিহার্য তিনটি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব। যথা : অনুতাপ, ভগ্নচূর্ণ অন্তর ও অপরকে ক্ষমা করা। বাইরে থেকে দেখলে এগুলো আলাদা আলাদা বিষয় কিন্তু আদতে এই তিনটি শব্দ পরস্পর অঙ্গঙ্গীভাবে সংযুক্ত।

অনুতাপ

মথি লিখিত সুসমাচারের ৪ অধ্যায়ের ১৭ পদে যীশুর পরিচর্যাকাজ শুরুর বিষয়ে আমরা পাঠ করি : সেই অবধি যীশু প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন; বলিতে লাগিলেন, ‘মন ফিরাও, (অর্থাৎ অনুতাপ কর) কেননা স্বর্গরাজ্য সন্নিহিত হইল।

যীশুর দেওয়া এই সর্বপ্রথম শিক্ষার বা আজ্ঞার অনুসারী হওয়া এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? যীশুর বিবেচনায় এটা অবশ্যই এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তাঁর প্রথম প্রকাশ্য জনসভায় এটাই ছিল তাঁর প্রথম বাক্য।

গালীলে যীশুর এই প্রথম বাক্যপ্রচারের মধ্যে আমরা তাঁর ক্রুশে প্রাণ উৎসর্গ করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণ দেখতে পাই। অর্থাৎ আমি যদি তাঁর আজ্ঞা বা নির্দেশ মেনে না চলি এবং আমার জীবনে যদি অনুতাপ বা পাপ স্বীকার বলে কিছু না থাকে তাহলে তাঁকে আমার কিসের প্রয়োজন? আমার যদি যীশুকে সত্যিই প্রয়োজন না থাকে তাহলে তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানও আমার জীবনে পুরোপুরি অর্থহীন।

কেউ কেউ মনে করেন, আমাদের দেওয়া যীশুর যে আজ্ঞাটি মেনে চলা সবচেয়ে কঠিন তা হল অনুতাপ। যীশুকে বিশ্বাসে করে গ্রহণ করা খুব একটা কঠিন কাজ নয় এবং সেই বিশ্বাসের ফল হিসেবে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করাও অসম্ভব কোন ঘটনা নয়, কিন্তু অনুতাপ --- ওরে বাবা, কিভাবে, কোথায় তা শুরু করব?

অনেকে ভাবেন, অনুতাপ মানে “এবার তোমার সব কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ হবে” বা “এবার ধর্মকর্ম শুরু করতে হবে”। না, এসব নয়; অনুতাপের জন্য প্রয়োজন সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করা এবং তা হল--- ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণে জীবনকে অবলোকন করা। ঈশ্বর আমাদের সুস্পষ্টভাবে বলছেন, ফিরে এসো (বা মন ফিরাও); এবং আমরা যখন এই কাজটা করি তখন কয়েকটা ঘটনা ঘটান প্রতিশ্রুতি একেবারে নিশ্চিত। আর আমরা যদি তা না করি তাহলে বিকল্প ফলাফলের প্রতিশ্রুতিও আছে।

নতুন নিয়মে যখনই অনুতাপের বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে তখন তার যে ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে, তা হল, “বিশেষ কোন ব্যক্তির অনুশোচনা বা অনুতাপ”। অনুতাপ (repentance) শব্দটার প্রকৃত অর্থ, “নিজের কৃত কোন কাজের ব্যাপারে নতুন করে ভাবা, নিজের মন-মানসিকতাকে পালটানো”; এই শব্দটা দিয়ে পাপ ও মন্দ কাজের জন্য অনুতাপ করাকে বোঝানো হয়। বাইবেলে এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, অনুতাপ কিভাবে নতুন এক জীবন যাপনের দিকে আমাদের নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে যীশুর দেওয়া কয়েকটা আজ্ঞা বা নির্দেশকে তাঁর অনুগামীদের বাক্য দিয়ে তুলে ধরা যাক।

যোহন বাপ্তাইজক বলেছিলেন, অতএব মনপরিবর্তনের উপযুক্ত ফলে ফলবান হও; এবং মনে মনে বলিতে আরম্ভ করিও না যে, অব্রাহাম আমাদের পিতা; কেননা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ঈশ্বর এই সকল পাথর হইতে অব্রাহামের জন্য সমস্তান উৎপন্ন করিতে পারেন (লুক ৩ : ৮)।

ইফিষের প্রাচীনবর্গের কাছে তাঁর বিদায়কালীন বক্তৃতায় পৌল এই বিষয়টাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন যে, ঈশ্বরের প্রতি মনপরিবর্তন এবং আমাদের প্রভু যীশুর প্রতি বিশ্বাস বিষয়ে যিহুদি ও গ্রীকদের নিকটে সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছি (প্রেরিত ২০ : ২১)।

পৌল বরাবর বলে এসেছেন, যীশুর অনুগামী হওয়া কথাটার মানে কি। এবং সেটা তখনও এবং এখনও মণ্ডলীর মূল মিশন বা লক্ষ্য! প্রথমে দম্বেশকের (দামাস্কাসের) লোকদের কাছে পরে জেরুশালেমে ও যিহুদিয়ার সমস্ত জনপদে এবং পরজাতিদের কাছে প্রচার করিতে লাগিলাম যে, তাহারা যেন মন ফিরাই ও ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আইসে, মনপরিবর্তনের উপযোগী কার্য করে (প্রেরিত ২৬ : ২০)। অনুতাপ বিষয়ে এর পরেও আরও অনেক কথা প্রেরিত পুস্তকে এবং আদিমণ্ডলীগুলির উদ্দেশে লেখা পত্রাবলীগুলিতে রয়েছে। যেমন : এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহারা চুপ করিয়া রহিলেন এবং ঈশ্বরের গৌরব করিলেন কহিলেন, “তবে ত ঈশ্বর পরজাতীয় লোকদিগকেও জীবনানর্থক মনপরিবর্তন দান করিয়াছেন” (প্রেরিত ১১ : ১৮)।

তাঁহার মধুর ভাব ও ধৈর্য ও চিরসহিষ্ণুতারূপ ধন কি হেয়জ্ঞান করিতেছে? ঈশ্বরের মধুর ভাব যে তোমাকে মনপরিবর্তনের দিকে লইয়া যায়, ইহা কি জান না? (রোমীয় ১১ : ১৮)।

ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসরণ করা---এর মানে কি

মথি ১৭ : ১৭ পদে মন ফেরানো বা অনুতাপ করার যে আজ্ঞা যীশু আমাদের প্রদান করেছিলেন তা পুরাতন নিয়মের যুগের মতো সমগ্র জাতির প্রতি তিনি প্রদান করেন নি, তিনি তা ব্যক্ত করেছিলেন ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশে। হ্যাঁ, এই আজ্ঞার লক্ষ্য আমি ও আপনি!

যীশু যে অপব্যয়ী পুত্রের কাহিনি আমাদের বলেছিলেন, সে তার পৈতৃক বাড়িতে মানে সেরা জায়গায় বসে তার জীবনের সবচেয়ে খারাপ প্রার্থনাটা করেছিল : “আমাকে দাও, আমাকে দাও, আমাকে দাও!” তার ভাগের সব সম্পত্তি অনাচারে উড়িয়ে দেওয়ার পর সে শূকর চরানোর কাজ পেল। কিন্তু ওই পশুগুলোর জন্য বরাদ্দ খাদ্যটুকুও তার কপালে জুটত না। অবশেষে শূকরের নোংরা খোঁয়াড়ের মতো সবচেয়ে খারাপ জায়গায় বসে সে জীবনের সেরা প্রার্থনাটা করল, “আমি ... যোগ্য নই।” এটাই হল প্রকৃত অনুতাপের প্রার্থনা। যার ফলে তার পিতা তাকে বাড়িতে সাদরে বরণ করে নিলেন, ঠিক যেভাবে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা আমরা অনুতাপ করলে পর আমাদেরও সাদরে বরণ করে নেন।

খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের (faith) সঙ্গে যখন অনুতাপ ও আস্থা (believe) মিলেমিশে একসঙ্গে কাজ করে তখন তার অর্থ দাঁড়ায়, আমাদের পাপের বিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত হাহাকার ও ভগ্নচূর্ণ অন্তর (brokenness)। আর যখন এটি আলাদা বা এককভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন পাপের বিষয়ে দুঃখ (বা অনুতাপ) এবং পাপের ক্ষমা পাওয়ার সঙ্গে বিশ্বাস ব্যাপারটাও যুক্ত হয়ে যায়, যেমনটা অপব্যয়ী পুত্র ও হারানো সিকির কাহিনিতে আমরা দেখতে পাই। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তদ্রূপ একজন পাপী মন ফিরাইলে স্বর্গে আনন্দ হইবে; যাহাদের মন ফিরান অনাবশ্যিক, এমন নিরানববই জন ধার্মিকের বিষয়ে তত আনন্দ হইবে না (লুক ১৫ : ৭)।

দুঃখ ও হাহাকারে ভরা ভগ্নচূর্ণ অন্তরে অনুতাপ তৈরি হয় এবং তা পরিত্রাণের দিকে নিয়ে যায়। ঈশ্বরের মতানুযায়ী যে মনোদুঃখ, তাহা পরিত্রাণজনক এমন মনপরিবর্তন উৎপন্ন করে, যাহা অনুশোচনীয় নয়; কিন্তু জগতের মনোদুঃখ মৃত্যু সাধন করে (২ করি ৭ : ১০)।

ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে ঈশ্বরের শাস্তি পাওয়ার ভয়ই হল জাগতিক দুঃখ। এইধরনের দুঃখ-দুর্দশা মন ফিরানোর বা পরিত্রাণ পাওয়ার আগে বিভিন্ন মানুষের জীবনে দেখা যায়। অন্যদিকে শুধুমাত্র খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জীবনে যে দুঃখ দেখা যায় তা তাদের প্রাত্যহিক অনুতাপ প্রকাশের অঙ্গ ও তাদের শুদ্ধিকরণ (sanctification)

ও পবিত্রত্ব (holiness) পথে অগ্রসর হওয়া। এঁদের এই দুঃখ শান্তি পাওয়ার ভয়ের মধ্যে মরে, ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের মধ্যে নিহিত। কোন পাপ কাজ করে ঈশ্বরের বিরুদ্ধতা বা ঈশ্বাকে অসন্তুষ্ট করার জন্য ঈশ্বরের সন্তানদের অন্তর ভগ্নচূর্ণ হয়। যে চরম দুঃখ ও বিষাদে তাদের অন্তর তখন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তা হল, যে মুক্তিদাতা তাদের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তাঁর প্রাণ উৎসর্গ করলেন, তাদের এই পাপ তাঁকে অমান্য বা তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছে। এ ব্যাপারে ১ তীমথিয় ২ : ৬ পদে বলা হয়েছে যে, ... তিনি (খ্রিস্ট) সকলের নিমিত্ত মুক্তির মূল্যরূপে আপনাকে প্রদান করিয়াছেন; এই সাক্ষ্য যথাসময়ে দাতব্য।

অনুতাপ ব্যতিরেকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাওয়া বা ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবন যাপন করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। অতএব আমরা যখন ঈশ্বরের বংশ, তখন ঈশ্বরের স্বরূপকে মনুষ্যের শিল্প ও কল্পনা অনুসারে ক্ষেদিত স্বর্ণের, কি রৌপ্যের, কি প্রস্তরের সদৃশ জ্ঞান করা আমাদের কর্তব্য নহে। ঈশ্বর সেই অজ্ঞানতার কাল উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সর্বস্থানের সকল মনুষ্যকে মন পরিবর্তন করিতে আজ্ঞা দিতেছেন (প্রেরিত ১৭ : ২৯ - ৩০)।

ঈশ্বর চান, তাঁকে বাদ দিয়ে কেউ যেন অনন্ত জীবন না কাটায়। সেইজন্যই আমাদের ব্যাপারে তিনি এত ধৈর্যশীল! প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে দীর্ঘসূত্রী নহেন---যেমন কেহ কেহ দীর্ঘসূত্রিতা জ্ঞান করে---কিন্তু তোমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু; কতকগুলি লোক যে বিনষ্ট হয়, এমন বাসনা তাঁহার নাই; বরং সকলে যেন মনপরিবর্তন পর্যন্ত পঁছছিতে পায়, এই তাঁহার বাসনা (২ পিতর ৩ : ৯)।

অনুতাপ মানে স্রেফ নিজের কিছু পাপ কাজ বা মন্দ স্বভাব যেমন, মিথ্যা কথা বলা, লোক ঠকানো, চুরি করা ইত্যাদি পরিত্যাগ করা নয়। কিংবা এইসব কাজ করতে গিয়ে সংবেদ বা বিবেকের দংশনে বা গ্লানিবোধের বিষণ্ণতায় ভারাক্রান্ত হওয়াও নয়। এই বিষয়টি আপনি নিজে থেকে করতে পারেন না বা নিজেই নিজেকে উন্নীত করতে পারেন না।

অনুতাপ হল অন্তরের বা নিজের ইচ্ছার পরিবর্তন যা ঈশ্বরকে দুঃখ দেওয়ার চেতনা থেকে কিংবা ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা থেকে উৎপন্ন হয়। এর ফল হল, পরিবর্তিত এক জীবন যা আমরা দেখতে পাই যীশু কথিত দুই পুত্রের কাহিনিতে যেখানে, পিতা তাঁর দুই ছেলেকেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করতে যেতে বললেন, কিন্তু তাদের মধ্যে একজন পিতাকে বলল, আমার ইচ্ছা নাই; শেষে অনুশোচনা করিয়া গেল (মথি ২১ : ২৯)।

অনুতাপ উৎপন্ন করার জন্য ঈশ্বর দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করেন : ঈশ্বরের বাক্য এবং তাঁর পবিত্র আত্মার শক্তি

ইফিষীয় ৫ : ১০ পদটি প্রভুর প্রীতিজনক কি, তাহার পরীক্ষা কর বিষয়ে আমাদের উদ্যোগী হতে বলে। এ বিষয়ে পৌল পরে আর একবার ইফিষীয়দের উদ্দেশে লিখেছেন, অতএব তোমরা ভালো করিয়া দেখ, কিরূপে চলিতেছ, অজ্ঞানের ন্যায় না চলিয়া জ্ঞানবানের ন্যায় চল। সুযোগ কিনিয়া লও। কেননা এই কাল মন্দ। এই কারণ, নির্বোধ হইও না, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা কি বুঝ (ইফি ৫ : ১৫ - ১৭)।

অনুতাপ করার পথ বা উপায় খোঁজার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর কিছু হতে পারে না। মৌলিক অর্থে, ইতিহাসের একেবারে সূচনায় মানুষের পাপে পতনের সময় থেকে এই অনুতাপের অভাবটুকুই আমাদের সবচেয়ে বড় খামতি।

এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার যে, আমাদের জীবনের নানা সমস্যা-সংকটে, আমাদের প্রতি অন্যদের ব্যবহার বা আচার-আচরণে, শোকে, দুঃখ-দুর্দশায়, হতাশায় আমরা কত সহজে হা-ছতাশ ও কান্নাকাটি করি; এবং আমরা সবসময়ই মনে করি, আমরাই ঠিক; কিন্তু আমরা যেটা বুঝতে চাই না তা হল, আমাদের নিজেদের জীবনের ব্যাপারে আমাদের অশ্রুপাতের প্রয়োজন আছে। নিজেদের বিষয়ে আমরা আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মধার্মিক। আমরা নিজেদের চেয়ে অন্যদের দোষ দিতে বেশি পছন্দ করি। এমনকি কখনও কখনও ঈশ্বরকেও দোষী সাব্যস্ত করার প্রবণতা আমাদের মধ্যে দেখা যায়, যেহেতু আমরা তাঁর পথ ও পদ্ধতিকে বুঝে উঠতে পারি না।

তাই আমাদের সর্বপ্রথমে যে বিষয়টাকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে তা হল, অনুতাপের অভিজ্ঞতা আমরা নিজে থেকে অর্জন করতে পারি না। দ্বিতীয়ত, অনুতাপের অনুভূতি আমরা নিজে নিজে উৎপন্ন করতে পারি না। তৃতীয়ত, আমাদের উচিত পবিত্র আত্মার কাছে যাচনা করা যেন তিনি আমাদের অস্তরে কথা বলেন। তিনি পিতা ঈশ্বরের আত্মা। তিনি যীশুর আত্মা। তাঁকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমাদের নরম ও ভগ্নচূর্ণ অস্ত্রকে তিনি পালটে দেবেন যাতে আমরা আমাদের নিজ নিজ পাপের জন্য ক্রন্দন করতে পারি। আমাদের জীবনে এইধরনের কাজ ঈশ্বরের অনুগ্রহ। আমাদের সবার জন্য এই কাজটি যীশু ক্রুশের উপরে সুসম্পন্ন করেছেন!

কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে একেবারে সৎভাবে নিজের জীবনের সব ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করুন। আপনার জীবনের যে ঘটনাগুলো আপনি মনে করেন শুধু আপনিই জানেন, সেগুলির বিষয়ে পবিত্র আত্মাকে আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলুন। তিনি তো সর্বই জানেন! এরপর আরও কয়েক মিনিট নতুন নিয়মে কালভেরির (গলগথার)

বিবরণটি পঠন করুন এবং উপলব্ধি করুন--- যে বিষয়গুলি আপনাকে এতদিন ভিতর থেকে ক্রুর করে খাচ্ছে, সেইসব বিষয় থেকে আপনাকে মুক্ত করার জন্য তিনি কিভাবে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আপনার অস্তরের অস্তমূল থেকে এগুলোকে উপরে ভেসে উঠতে দিন। এরপর ওগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকান, যিনি আপনার জন্য ক্রুশারোহণ করেছিলেন। ব্যস, হঠাৎ দেখবেন, আপনার জীবনের সব দুর্দশা ও যন্ত্রণা আনন্দে রূপান্তরিত হয়েছে। পুরো ব্যাপারটা খতম হয়ে গেছে! অর্থাৎ তিনি আপনাকে মুক্ত করেছেন!

ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে চলার ফলাফল

অনুতাপ আমাদের জীবনে আমূল ও প্রচণ্ড এক পরিবর্তন নিয়ে আসে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যারা খ্রিস্টকে ক্রুশে দিয়েছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন পরে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল ও ক্রুশারোপিতের আরাধনা ও সেবা করেছিল! পঞ্চাশতমীর দিন তারা যখন অনুতাপ বা মন ফিরানোর বাণী শুনল তখন তারা তাদের পাপ কাজ পরিত্যাগ করে খ্রিস্টকে মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করল এবং খ্রিস্টমণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত হল।

যে শৌল খ্রিস্টবিশ্বাসীদের পাকড়াও করে তাদের হত্যাকাণ্ড নিশ্চিত করতেন, তিনিও পৌল নাম গ্রহণ করে যীশুখ্রিস্টের দাস হয়ে উঠলেন। কে তাঁকে পরিবর্তিত করলেন? তিনি প্রথমে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তারপর খ্রিস্ট তাঁকে পরিবর্তিত করেছিলেন।

পৌল ও সীলকে যে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছিল, সেখানকার ফিলিপীয় অধ্যক্ষ ছিলেন অ-খ্রিস্টিয়ান। মধ্যরাত্রে ভূমিকম্পে সেই কারাগার বিধ্বস্ত হওয়ার পর সেই অধ্যক্ষের মন পরিবর্তন হয়। অনুতাপ জীবনে কিভাবে প্রচণ্ড রকমের পরিবর্তন নিয়ে আসে সেই অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল।

আমার মনে পড়ে, ছেলেবেলায় বাবা-মা'র সঙ্গে যে চার্চে আমি যেতাম সেখানে জাহাজের এক নাবিক মাতাল অবস্থায় চার্চে হাজির হতেন। উপাসনা চলাকালীন উনি নানারকম গোলমাল পাকাতেন। তার বাছ ছিল উষ্ণি বা ট্যাটুতে ভরতি, যা এখনকার যুগের মতো তখন সর্বজনগ্রাহ্য ছিল না। ওনার কথাবার্তাও ছিল ককর্শ আর গা থেকে একটা বোটকা গন্ধ বের হতো। কিন্তু একদিন ঈশ্বরের আত্মা ওনাকে স্পর্শ করলেন। ফলে তিনি তার পুরনো জীবনযাপনকে চিরতরে পরিত্যাগ করলেন (মানে অনুতপ্ত হলেন) এবং খ্রিস্টের পথে ফিরে এলেন।

আজও এইধরনের অনুতাপের ফলস্বরূপ মানুষের জীবন পালটে যায়। আপনার যদি মিথ্যা কথা বলাটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে থাকে তাহলে অনুতাপের ফলে

আপনি হৃদয় করে শুধু সত্যি কথাই বলতে শুরু করবেন, কেননা সেই ‘সত্যরূপী মানবসত্তা’ (Man of Truth) আপনাকে পালটে দিয়েছেন। আপনার যদি চুরি করার অভিযোগ থাকে, তা সে যত সামান্য দ্রব্যই হোক না কেন, আপনার কাছে রাখা সেইসব জিনিসপত্র বা টাকা-পয়সা, যেগুলো আপনার নয়, সেগুলো আপনি অন্যকে বা আয়কর দপ্তরকেও ফেরত দিতে চাইবেন! ছোটখাটো চেহারার সখরিয়ের কথা মনে আছে তো, যে গাছের উপরে উঠে যীশুকে দেখেছিল। লোকের কাছ থেকে ছলচাতুরি করে আদায় করা অর্থের চারগুণ সে ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এটাও অনুতাপ হৃদয়ের ফসল।

পবিত্র আত্মা যখন আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করবেন, তখন আপনার পাপ আপনার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। অনুতাপ করার প্রকৃত অভিজ্ঞতা যখন আপনার হবে, তখন আপনি কিছুতেই বলতে পারবেন না, “আমি যদি পাপ করে থাকি” বা “পাপ করার জন্য আমি দুঃখিত ঠিকই, কিন্তু ওতে বেশ মজাও পেয়েছিলাম!” আমাদের সত্তার প্রতিটি বিন্দুতে, প্রতিটি রঞ্জনে অনুতাপ প্রভাব বিস্তার করে এবং সত্যি করে আমাদের এমনভাবে রূপান্তরিত করে যে, আমরা ঈশ্বরের বাক্য ও প্রেম গ্রহণ করতে সক্ষম হয়ে উঠি এবং যে কোন মূল্যে আমাদের জীবনে তা প্রয়োগ করতে থাকি।

অনুতাপের মধ্যে নিজের ইচ্ছা ও মনের পরিবর্তনের ব্যাপারটা মিশে থাকে। অনুতাপের মুহূর্তে ঈশ্বর আমাদের মনের চিন্তাভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করতে থাকেন। আমরা বিতর্ক সকল এবং ঈশ্বর-জ্ঞানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত উচ্চ বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলতেছি এবং সমুদয় চিন্তাকে বন্দি করিয়া খ্রিস্টের আঞ্জাবহ করিতেছি (২ করি ১০ঃ ৫)।

তাই যীশুর দেওয়া সর্বপ্রথম আঞ্জাটি মেনে চলা ও প্রত্যহ মনের, জীবনের পথচলার ও হৃদয়ের পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করা কতই না আনন্দের ব্যাপার, তাই না।

অনুতাপের ফল

আমাদের মনে নতুন আকাঙ্ক্ষা ও জীবনতৃষ্ণা তৈরি হয়

নবজাত শিশুদের ন্যায় সেই পারমাণ্বিক অমিশ্রিত দুগ্ধের লালসা কর, যেন তাহার গুণে পরিব্রাণের জন্য বৃদ্ধি পায়, যদি তোমরা এমন আশ্বাদ পাইয়া থাক যে, প্রভু মঙ্গলময় (১ পিতর ২ঃ ২-৩)।

তোমার নিবেদনমালা দ্বারা আমার বুদ্ধিলাভ হয়, তাই আমি সমুদয় মিথ্যাপথ ঘৃণা করি। তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ, আমার পথের আলোক (গীত ১১৯ : ১০৫-১০৬)।

কারণ যিনি নিজ গৌরবে ও সদগুণে আমাদেরকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাঁহার ঈশ্বরীয় শক্তি আমাদেরকে জীবন ও ভক্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় প্রদান করিয়াছে। আর ওই গৌরবে ও উৎকর্ষে তিনি আমাদেরকে মহামূল্য অথচ অতি মহৎ প্রতিজ্ঞাসকল প্রদান করিয়াছেন, যেন তদ্বারা তোমরা অভিলাষমূলক সংসারব্যাপী ক্ষয় হইতে পলায়ন করিয়া ঈশ্বরীয় স্বভাবের সহভাগী হও (২ পিতর ১ : ৩ - ৪)।

আমরা এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করি

আমরা যখন খ্রিস্টকে প্রথমবার খুঁজে পাই তখন আমরা সেই বিষয়ে কথা বলতে, গান গাইতে ও তাঁর মহিমা-বন্দনা করতে ভালোবাসি। কিন্তু পরে এসবের ভার বহিতে বহিতে আমরা ক্লান্ত হয়ে উঠি। আমাদের জীবনযাপনের তুমুল ব্যস্ততা ধীরে ধীরে--- “তোমার মতো ঈশ্বর আর কে আছে, যিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করেন”--- এই আনন্দের শ্বাসরোধ করে দেয়। আমরা তখন আমাদের পুরনো সত্তাকেই মেনে নিতে শুরু করি, আমাদের পাপ ও দুর্বলতাগুলোর খাঁচায় আমরা আবার বন্দি হয়ে পড়ি। প্রাত্যহিক অনুতাপ বা আমাদের উদ্ধারকর্তা (Redeemer) কর্তৃক আমাদের শুচিশুদ্ধ করার কাজ তখন আমরা কিছুই আর জানতে বা উপলব্ধি করতে পারি না। সেই ব্যর্থতার কারণে আমরা আরও দূর পথের দিকে সরে যেতে থাকি, যে পথ খ্রিস্টের দিক থেকে আমাদের অন্যত্র ঠেলে দেয়। যীশুর প্রতিআমাদের প্রেম তখন হয়ে ওঠে নাতিশীতোষ্ণ। কেবলমাত্র যারা দুঃখার্ত ও প্রকৃত অর্থে অনুতপ্ত এবং যারা ক্ষমা লাভ করেছে তাদের হৃদয়েই যীশুর প্রতি ভালোবাসার অনল জ্বলতে থাকে। সুতরাং, যে জীবনে প্রাত্যহিক অনুতাপ নেই, তা আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল ও দরিদ্র। এইরকম এক জীবনে আনন্দ বা শক্তি কিছুই থাকে না; অধিকাংশ সময় এই ধরনের জীবন হয় আধ্যাত্মিক ফলবিহীন। স্বর্গ এইধরনের জীবন থেকে “অনেক দূর”।

হে পবিত্র আত্মা, তোমাকে বাদ দিয়ে আমি কিছুই নই

বিগত বছরগুলোতে আমি লক্ষ্য করেছি, আমার মন কত সহজেই কঠিন, নির্মম ও অনুভূতিশূন্য হয়ে উঠেছিল। এর জন্য যে কতটা দুঃখ-দুর্দশা তৈরি হয় তা কেউ বুঝবে না। এইধরনের কঠিন হৃদয় আমাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়! আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে, আমার গুরু বা পরামর্শদাতাদের (Mentors) অন্যতম একজন আমাকে একবার বলেছিলেন, “লারস্, তোমার দিন শুরু কর এই প্রার্থনা দিয়ে, ‘হে

পবিত্র আত্মা, যীশুর শক্তি ব্যতিরেকে আমি কিছুই না। আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে থাকা কোন বিষয়টা তোমাকে আঘাত করছে তা তুমি আমাকে জ্ঞাত কর। প্রভু, এর জন্য আমি অনুতপ্ত এবং তোমার শক্তিতে এইসব বিষয়কে সঠিক ও শুচিশুদ্ধ করে তোলার জন্য যা যা করা দরকার তা আমি করতে চাই।” গীতারচক কথিত অনুতপ্ত হৃদয় লাভের এটাই হল প্রথম ধাপ। এর জন্য প্রয়োজন প্রার্থনা, শুধু আমার জন্য নয়, সবার জন্য।

অনুতাপই হল একমাত্র দ্বার যার মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করলে সুসমাচার লাভ করা যায়। হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে, পরিত্রাণ শুধু অনুগ্রহের দ্বারাই লাভ করা যায়; কিন্তু ক্ষমা পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের প্রধানতম শর্ত হলঃ অনুতাপ--- যার মাধ্যমে খ্রিস্টেতে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ এক জীবনে আমরা প্রবেশ করতে পারি। আপনি যখন ঈশ্বরের ক্ষমা পান তখনই আপনি পরিত্রাণের প্রকৃত আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করেন, ফলে আপনার জীবন আর কখনও আপনার আশপাশের অ-খ্রিস্টিয়ানদের জীবনের মতো থাকে না।

ভগ্নচূর্ণ অন্তর

ভগ্নচূর্ণ অন্তর বিষয়ক ভূমিকা

ঈশ্বর তাঁর বিশ্বাসীবর্গের কাছে তাঁর উপস্থিতি ও মহিমা প্রকাশ করতে চান। তিনি চান তাঁর প্রেম ও তাঁর আত্মায় আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করতে। আমাদের জীবনের শূন্যতা, খটখটে মাটিতে তিনি তাঁর অনুগ্রহের বারিসিঞ্জন করতে চান। তাঁর প্রতি আমাদের মনে যে প্রথম প্রেমের আশ্রয় জ্বলে উঠেছিল আমাদের অন্তরের সেই নির্বাপিত আশ্রয়কে তিনি আবার জ্বালাতে চান, তাঁর সঙ্গে আমাদের ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ককে পুনরায় জোড়া লাগাতে, তাঁর সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলন ঘটাতে এবং আমাদের জীবনের যেসব জায়গা দুমড়ে-মুচড়ে গেছে সেগুলোকে তিনি মেরামত করতে চান। কিন্তু এইসব কাজের সূত্রপাত হয় কেবলমাত্র আমাদের ভগ্নচূর্ণ অন্তর ও বিনয়নম্রতা (humility) দিয়ে।

ভগ্নচূর্ণ অন্তরের সাহায্যে আমরা পবিত্র ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এগিয়ে যেতে পারি। যে যে পরিস্থিতি মানুষের হৃদয়কে ও তার মানবিক সম্পর্কগুলোকে অসুস্থ-পীড়িত, দুঃখার্ত ও অপ্রীতিকর করে তোলে তার প্রায় সবগুলিকেই আরোগ্যতা ও ঠিকঠাক করে তোলার ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রতিষেধক হল অনুতপ্ত ও ভগ্নচূর্ণ হৃদয়। জীবনের যেসব সমস্যায় আমরা অধিকাংশজনই কষ্ট পাই সেগুলি হল, একাকীত্বের বেদনা, ভয়, নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক, নিজের মনের কথাগুলোকে কাউকে বলে উঠতে না-পারা, পরিবারের মধ্যে সাধারণ মতবিরোধ ও বগড়াঝাঁটি, না-মেটা ঝামেলা, অপরাধবোধ, লজ্জা, নেশা, ভগ্নামি এবং নিজের সঙ্গেই নিজের লড়াই। এইসব কিছুর শিকড় হল, মূলত আমাদের অহং (pride)। তাই প্রকৃত ভগ্নচূর্ণ হৃদয় ও বিনয়নম্রতাই পারে এইসব সমস্যাকে

ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে। আপনার জীবনে কি ঈশ্বরের অনুগ্রহের বিশুদ্ধ নির্যাসের প্রয়োজন আছে? আপনি কি বহুদিন ধরে এক প্রাচুর্যময় জীবনের আকাঙ্ক্ষা করছেন, চাইছেন এক ঈশ্বরপ্রদত্ত অলৌকিক জগতে বাস করতে এবং আপনার জীবনে ঈশ্বরের আত্মার স্বাভাবিক বর্ষণ উপভোগ করতে? আপনার যে স্বার্থপর মনোভাব আপনার জীবনের পথচলাকে ক্লোড্ড, কষ্টদায়ক এবং অন্যদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ককে বিষাক্ত করে তুলেছে তার হাত থেকে কি আপনি মুক্তি পেতে চান?

পুরাতন নিয়মের যুগের ভাববাদী যিরমিয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, ঈশ্বরের কাছে আমাদের চিত্ত (heart) বা হৃদয়টাই আসল, কিন্তু সেই হৃদয় যদি রোগগ্রস্ত হয় তাহলে আমাদের গোটা শরীরটাই সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে।

ঈশ্বরের বাক্যে অর্থাৎ বাইবেলে ৭০ বারেরও বেশি চিত্ত বা হৃদয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই লোকদের চিত্ত (বা হৃদয়) অবাধ্য ও প্রতিকূলান্বিত, তাহারা অবাধ্য হইয়া চলিয়া গিয়াছে (যির ৫ : ২৩)। হে জেরুশালেম, হৃদয় ধুইয়া তোমার দুস্ততা ঘুচাও, যেন পরিত্রাণ পাইতে পার; কতদিন তোমার অন্তরে দুশ্চিন্তা বাস করিবে? (যির ৪ : ১৪)। যীশুও একইরকম ভঙ্গীতে বলেছিলেন, কপটীরা, যিশাইয় তোমাদের বিষয়ে বিলক্ষণ ভাববাণী বলিয়াছেন, “এই লোকেরা ওষ্ঠাধরে আমার সমাদর করে, কিন্তু ইহাদের অন্তঃকরণ আমাদের হইতে দূরে থাকে; এবং ইহারা অনর্থক আমার আরাধনা করে, মনুষ্যদের আদেশ ধর্মসূত্র বলিয়া শিক্ষা দেয় (মথি ১৫ : ৭-৯)।

নতুন নিয়মের দেওয়া সুসমাচারের সবচেয়ে ভালো খবরটা হল, আমাদের এই অসুস্থ, প্রতারক হৃদয়ের আরোগ্যের বা তার মেরামতের একটা উপায় যীশু আমাদের সামনে রেখেছেন। ভাববাদী যিহিঙ্কেল যে ভাববাণী করেছিলেন, তা যীশু তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ করে তুলেছিলেন : আর আমি তোমাদের উপরে শুচি জল প্রক্ষেপ করিব, তাহাতে তোমরা শুচি হইবে; আমি তোমাদের সকল অশৌচ হইতে ও তোমাদের সকল পুত্তলি হইতে তোমাদিগকে শুচি করিব। আর আমি তোমাদিগকে নূতন হৃদয় দিব ও তোমাদের অন্তরে নূতন আত্মা স্থাপন করিব; আমি তোমাদের মাংস হইতে প্রস্তরময় হৃদয় দূর করিব ও তোমাদিগকে মাংসময় হৃদয় দিব। আর আমার আত্মাকে তোমাদের অন্তরে স্থাপন করিব এবং তোমাদিগকে আমার বিধিপথে চলাইব, তোমরা আমার শাসন সকল রক্ষা করিবে ও পালন করিবে (যিহি ৩৬ : ২৫-২৭)।

আমার খ্রিস্টীয় পরিচর্যাকাজের গোড়ার দিকে লন্ডনের একটি চার্চের অফিসে আমি কাজ করতাম। তার ঠিক পাশেই থাকতেন Roy Hession, যিনি তাঁর conference ministry এবং তার বেস্টসেলার (সর্বাধিক বিক্রীত গ্রন্থ) ‘কালভেরি

রোড’-এর জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সেই বইতে তিনি একজায়গায় লিখেছেন, “ভগ্নচূর্ণ, অনুতাপ হৃদয় মানেই revival বা খ্রিস্টীয় পুনর্জাগরণের সূত্রপাত। অনুতাপ খুবই যুক্তিপূর্ণ দায়ক, খুবই লজ্জাজনক কিন্তু এ ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই।”

কখনও কখনও মনে হয়, ঈশ্বর একইসঙ্গে আমাদের কাছ থেকে বহু দূরে এবং আমাদের একেবারে কাছটিতে বাস করেন : কেননা যিনি উচ্চ ও উন্নত, যিনি অনন্তকালনিবাসী, যাঁহার নাম “পবিত্র”, তিনি এই কথা কহেন, আমি উর্দুলোকে ও পবিত্র স্থানে, চূর্ণ ও নস্যাআ মানুষের সঙ্গে বাস করি, যেন নস্যাদিগের আত্মাকে সঞ্জীবিত করি ও চূর্ণ লোকদের হৃদয়কে সঞ্জীবিত করি (যিশা ৫৭ : ১৫)। যাকে বলা হত, ঈশ্বরের চোখের মণি, সেই রাজা দাউদ ঈশ্বরের সামনে ভগ্নচূর্ণ হওয়ার পর লিখেছিলেন, হে ঈশ্বর আমাতে বিশুদ্ধ অস্তঃকরণ সৃষ্টি কর, আমার অস্তরে সুস্থির আত্মাকে নূতন করিয়া দাও। তোমার সম্মুখ হইতে আমাকে দূর করিও না, তোমার পবিত্র আত্মাকে আমা হইতে হরণ করিও না (গীত ৫১ : ১০-১১)।

সুতরাং, আপনি যতক্ষণ না ভগ্নচূর্ণ হচ্ছেন ততক্ষণ আপনি ঈশ্বর কর্তৃক পুনর্জাগরণের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবেন না। ইওরোপে ‘ওয়েল্‌স রিভাইভাল’ বলে খ্যাত যুগে একবার নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে একজন শুনলেন, কেউ একজন প্রার্থনা করছে, “হে প্রভু, আমাদের নত কর”, সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রার্থনায় ক্রন্দন করে উঠলেন, “হে প্রভু, আমাকে নত কর।”

ঈশ্বরের নিকটবর্তী হও, তাহাতে তিনিও তোমাদের নিকটবর্তী হইবেন। হে পাপীগণ, হস্ত শুচি কর; হে দ্বিমনা লোকসকল, হৃদয় বিশুদ্ধ কর। তাপিত ও শোকার্ত হও এবং রোদন কর; তোমাদের হাস্য শোকে এবং আনন্দ বিষাদে পরিণত হউক। প্রভুর সাক্ষাতে নত হও, তাহাতে তিনি তোমাдиগকে উন্নত করিবেন (যাকোব ৪ : ৮-১০)।

ভগ্নচূর্ণ অনুতাপ হৃদয়ের জন্য কি প্রয়োজন

ভগ্নচূর্ণ ও অনুতাপ মনোভাব কোন অনুভূতি বা মনের কোন আবেগ নয়। এর জন্য প্রয়োজন আমাদের মনের সংকল্প বা ইচ্ছা ও সেইমতো কাজ করা; এবং এটা শুধুমাত্র একবারের অভিজ্ঞতা নয়, এইধরনের পরিবর্তন আমাদের জীবনে বারবার সংঘটিত হয়। ভগ্নচূর্ণ অস্তির মানে আমাদের নিজেদের ইচ্ছা বা বাসনা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়া। এইধরনের মন বলে ওঠে, “হাঁ, প্রভু”, কিন্তু অন্য সময় সচরাচর আমরা বলে উঠি, “না, প্রভু”! পুরাতন নিয়মে যে “চূর্ণ” বা “চূর্ণমনা” (contrite) কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে তার আক্ষরিক অর্থ হল, কঠিন একটা পাথরকে গুঁড়িয়ে ধুলো করে ফেলা। প্রশ্ন

হল, ঈশ্বর কোন জিনিসটাকে এভাবে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলতে চাইছেন? উত্তরঃ আমাদের ইচ্ছা বা ব্যক্তিগত কামনা-বাসনাকে।

এইভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী চূর্ণ হওয়া বা নিজেদের চূর্ণ করার ঘটনা আমাদের স্বেচ্ছাচারিতার পোশাক থেকে মুক্ত করে। আমাদের চূর্ণ করার বা হওয়ার ঘটনা আমাদের পাথরের মতো শুকনো কঠিন, নির্মম হৃদয়কে পলিমাটির মতো নরম ও উর্বর করে দেয় যাতে ঈশ্বরের বাক্যরূপী বীজ সেখানে পড়ে, অঙ্কুরিত হয় ও ফল প্রদান করে। ভগ্নচূর্ণ অন্তর দুরকম সম্পর্কের সূচনা করে ... প্রথমত, ঈশ্বরের সঙ্গে এবং দ্বিতীয়ত, আমাদের বিশ্বাসী ভাইবোনদের সঙ্গে। কিন্তু তিনি যেমন জ্যোতিতে আছেন, আমরাও যদি তেমনি জ্যোতিতে চলি, তবে পরস্পর আমাদের সহভাগিতা আছে এবং তাঁহার পুত্র যীশুর রক্ত আমাদের সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে (১ যোহন ১ : ৭)। আমাদের জীবন যেমন, তেমনি আমরা যাদের সঙ্গে সংযুক্ত, তাদের জীবনও প্রভুর কাছে উন্মুক্ত, তাই আমাদের উচিত জ্যোতিতে চলা। পুরাতন নিয়মে শৌল ও দাউদ বলে দুজন রাজার কথা আছে। দুজনেই পাপী এবং দুজনেই জীবনে মারাত্মক ভুল কাজ করেছিলেন। কিন্তু শৌল ছিলেন দাস্তিক। ঈশ্বরের কণ্ঠস্বরকে তিনি আমল দেননি। কিন্তু দাউদ তাঁর ভুল পদক্ষেপের জন্য অনুশোচনায় ভগ্নচূর্ণ হয়ে গেছিলেন এবং ঈশ্বরের কাছে কাতর আর্জি জানিয়েছিলেন, তিনি যেন দাউদকে ক্ষমা করেন ও শুচি করেন।

নতুন নিয়মে যীশুর বলা এক কাহিনিতে দুই ব্যক্তি মন্দিরে প্রার্থনা করতে গেল। তাদের মধ্যে একজন ফরীশী, আর একজন করগ্রাহী। ফরীশী দাঁড়াইয়া আপনা আপনি এইরূপ প্রার্থনা করিল, হে ঈশ্বর, আমি তোমার ধন্যবাদ করি যে, আমি অন্য সকল লোকের--- উপদ্রবী, অন্যায়ী ও ব্যাভিচারীদের মতো কিংবা ওই করগ্রাহীর মতো নহি; আমি সপ্তাহের মধ্যে দুইবার উপবাস করি, সমস্ত আয়ের দশমাংশ দান করি। কিন্তু করগ্রাহী দূরে দাঁড়াইয়া স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিতেও সাহস পাইল না, বরং সে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে কহিল, হে ঈশ্বর, আমার প্রতি, এই পাপীর প্রতি দয়া কর। আমি (যীশু) তোমাদিগকে বলিতেছি, এই ব্যক্তি ধার্মিক গণিত হইয়া নিজ গৃহে নামিয়া গেল, ওই ব্যক্তি নয়; কেননা যে কেহ আপনাকে উচ্চ করে, তাকে নত করা যাইবে; কিন্তু যে আপনাকে নত করে, তাকে উচ্চ করা যাইবে (লুক ১৮ : ১০-১৪)।

বাইবেলে বারংবার যে বিষয়টায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হলঃ তিনি (ঈশ্বর) নিন্দকদিগের নিন্দা করেন, কিন্তু নশ্ৰদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন (হিতো ৩ : ৩৪)। কারণ সদাপ্রভু উচ্চ, তথাপি অবনতের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, কিন্তু গর্বিতকে দূর হইতে জানেন (গীত ১৩৮ : ৬)।

আপনার জীবনকে লাভ করার একমাত্র পথ পাপকে পরিত্যাগ করা

আমাদের প্রকৃত উপাসনার সূত্রপাত হয়, ভগ্নচূর্ণ অস্তুর ও নতন মনোভাব দিয়ে। আমরা যখন আমাদের পাপ কাজের জন্য শোক ও দুঃখপ্রকাশ করি তখন তা আমাদের অনুতাপের পথে চালিত করে যার ফল হল, ঐশ ক্ষমালাভের পথ প্রশস্ত হওয়া; ক্ষমালাভের পর তা আমাদের ঈশ্বরকে ভালোবাসার স্বাধীনতা দেয় ও তাঁর উপাসনা-আরাধনার পথে আমাদের চালিত করে; এরপর আমাদের অস্তুর ভগ্নচূর্ণ হয়; এবং তখনই আমরা উপলব্ধি করতে পারি ঈশ্বর কে, তিনি আমাদের জন্য কি করেছেন এবং আমাদের কোন ধরনের জীবনযাপন তাঁর পছন্দসই।

ঈশ্বর বিভিন্ন ঘটনাকে এবং ভগ্নচূর্ণ মানুষদের ব্যবহার করেন

আমরা পুরাতন নিয়মে দেখি, ঈশ্বর কিভাবে ভাববাদী যিরমিয়াকে একজন কুমোরের বা কুম্ভকারের বাড়িতে যেতে বললেন। সেখানে আমি তোমাকে আমার বাক্য শুনাইব। তখন আমি কুম্ভকারের বাটীতে নামিয়া গেলাম, আর দেখ সে কুলালচক্রে কর্ম করিতেছিল। আর সে মৃত্তিকা দিয়া যে পাত্র নির্মাণ করিতেছিল, তাহা যখন কুম্ভকারের হস্তে নষ্ট হইয়া গেল, তখন সে তাহা লইয়া আর এক পাত্র নির্মাণ করিল, কুম্ভকারের দৃষ্টিতে যাহা ভালো, তদনুসারেই করিল (যির ১৮ : ২-৪)।

নতুন নিয়মে আমরা পাঠ করি কিভাবে একজন স্ত্রীলোক একটি শ্বেতপাথরের পাত্রে মহার্ঘ জটামাংসীর তেল নিয়ে এসেছিল যীশুকে অভিষিক্ত করার জন্য। তার সেই মহামূল্যবান তেল যীশুকে দেওয়ার জন্য সে সেই পাত্রটি ভেঙ্গেছিল তারপর সেই তেল যীশুর মাথায় ঢেলে দিয়েছিল।

যেদিন রাতে যীশু বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে ধৃত হন, তার আগে তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে শেষ ভোজে মিলিত হয়েছিলেন। সেই ভোজের সময় তিনি রুটি নিলেন, ধন্যবাদপূর্বক তা ভাঙ্গলেন, শিষ্যদের দিলেন এবং বললেন, ইহা আমার শরীর, যাহা তোমাদের নিমিত্ত পাতিত হয়। এর কয়েক ঘণ্টা পর তাঁকে ক্রুশে প্রেক মেরে বিদ্ধ করা হয়, মানে তাঁর দেহ আক্ষরিকভাবে ভগ্নচূর্ণ হয় এবং আমাদের পাপের ক্ষমার জন্য তাঁর রক্ত ক্রুশে পাতিত হয়।

ভগ্নচূর্ণ হওয়ার জন্য প্রয়োজন ঈশ্বরের উদ্যোগ ও আমাদের প্রত্যুত্তর

ঈশ্বর তাঁর বাক্য ও তাঁর আত্মার মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। ঈশ্বরের আত্মা যখন তাঁর বাক্যকে জ্যোতির্ময় করে তোলে তখন সেই বাক্যের প্রচণ্ড শক্তি আমাদের

ভগ্নচূর্ণ করে দেয়। আমার বাক্য কি অগ্নির তুল্য নয়? তাহা কি হাতুড়ির তুল্য নয়, যাহা পাষাণে ঝণ্ড-বিখণ্ড করে? (যির ২৩ : ২৯)।

আমাদের জীবনকে চূর্ণবিচূর্ণ করার জন্য এছাড়াও ঈশ্বর বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতিকে এবং খ্রিস্টের দেহ অর্থাৎ মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত লোকদের ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু ঈশ্বর কবে, কখন আপনাকে চূর্ণবিচূর্ণ করবেন তার জন্য অপেক্ষা করবেন না; তার চেয়ে বরং তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন, যেন আপনি ভগ্নচূর্ণ অর্থাৎ অনুতপ্ত হতে পারেন। অতএব তোমরা ঈশ্বরের পরাক্রান্ত হস্তের নীচে নত হও, যেন তিনি উপযুক্ত সময়ে তোমাদিগকে উন্নত করেন (১ পিতর ৫ : ৬)।

অপরকে ক্ষমা করা

অপরকে ক্ষমা করার বিষয়ে বাইবেলের শিক্ষা

ঈশ্বর করুণাময় ও দয়াময়। তাই যারা অনুতাপ করে এবং শুচি হৃদয় পাওয়ার জন্য তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হয়, তাদের পাপ তিনি ক্ষমা করেন। তাই নতুন পথে জীবন শুরু করার সুযোগ ঈশ্বর সবসময় আমাদের সামনে উন্মুক্ত করে রেখেছেন। আমি তোমার কাছে আমার পাপস্বীকার করিলাম, আমার অপরাধ আর গোপন করিলাম না, আর কহিলাম, ‘আমি সদাপ্রভুর কাছে নিজ অধর্ম স্বীকার করিব’, তাহাতে তুমি আমার পাপের অপরাধ মোচন করিলে (গীত ৩২ : ৫)।

হে আমাদের ব্রাণেশ্বর, তোমার নামের গৌরবার্থে আমাদের সাহায্য কর, তোমার নামের অনুরোধে আমাদের উদ্ধার কর, আমাদের সকল পাপ মার্জনা কর (গীত ৭৯ : ৯)। কিন্তু তোমার কাছে ক্ষমা আছে, যেন লোকে তোমাকে ভয় করে (গীত ১৩০ : ৪)।

আর আমাদের অপরাধসকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদের ক্ষমা করিয়াছি; আর আমাদের পক্ষান্তরে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর। কারণ তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তোমাদিগকেও ক্ষমা করিবেন। কিন্তু তোমরা যদি লোকদিগকে ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও অপরাধ ক্ষমা করিবেন না (মথি ৬ : ১২-১৫)।

ইহা আমার রক্ত, নূতন নিয়মের রক্ত, যাহা অনেকের জন্য, পাপমোচনের নিমিত্ত পাতিত হয় (মথি ২৬ : ২৮)।

অনুতাপ, ভগ্নচূর্ণ অন্তর ও ক্ষমা সংক্রান্ত যে প্রাথমিক বিষয়গুলি আপনার জন্য প্রয়োজন

আর তোমরা বিচার করিও না, তাহাতে বিচারিত হইবে না। আর দোষী করিও না, তাহাতে দোষীকৃত হইবে না। তোমরা ছাড়িয়া দিও (অর্থাৎ ক্ষমা করো) তাহাতে তোমাদেরও ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে (লুক ৬ : ৩৭)।

তোমার ভ্রাতা যদি পাপ করে, তাকে অনুযোগ করিও; আর সে যদি অনুতাপ করে, তাকে ক্ষমা করিও (লুক ১৭ : ৩)।

তখন যীশু কহিলেন, পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না (লুক ২৩ : ৩৪ক)।

তঁাহার নামের গুণে তোমাদের পাপসমূহের ক্ষমা হইয়াছে (১ যোহন ২ : ১২)।

মন ফিরাও এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রিস্টের নামে বাপ্তাইজিত হও; তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে (প্রেরিত ২ : ৩৮)।

তঁাহার পক্ষে ভাববাদীরা সকলে এই সাক্ষ্য দেন, যে কেহ তঁাহাতে বিশ্বাস করে, সে তঁাহার নামের গুণে পাপমোচন প্রাপ্ত হয় (প্রেরিত ১০ : ৪৩)।

আমরা সকলে তঁাহার রক্ত দ্বারা মুক্তি অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি (ইফি ১ : ৭)।

পরস্পর সহনশীল হও এবং যদি কাহাকেও দোষ দিবার কারণ থাকে, তবে পরস্পর ক্ষমা কর; প্রভু যেমন তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, তোমরাও তেমনি কর (কল ৩ : ১৩)।

কেননা আমি তাহাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করিব এবং তাহাদের পাপ সকল আর কখনও স্মরণে আনিব না (ইব্রীয় ৮ : ১২)।

যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন এবং আমাদের সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন (১ যোহন ১ : ৯)।

অপরকে ক্ষমা করা আপাতদৃষ্টিতে কঠিন বলে মনে হয়

অপরকে ক্ষমা করার বিষয়ে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মনে প্রশ্ন থাকাটা আশ্চর্য নয়। এমনকি যীশুর শিষ্যরা পর্যন্ত যীশুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যে পাপ করেছে, তাকে কতবার আমরা ক্ষমা করব?

আমরা অনেকেই সহজে অপরকে ক্ষমা করতে পারি না। আমাদের সহজাত প্রবণতা হল, আমরা যখন আঘাত পাই তখন আমরা নিজস্ব সুরক্ষার কোটরে নিজেদের গুটিয়ে নিই। তাই কেউ যখন আমাদের প্রতি মন্দ আচরণ বা ক্ষতিকর কিছু করে তখন স্বভাবিকভাবেই আমরা তাকে ক্ষমা করতে পারি না।

বহু বছর আগে নেদারল্যান্ডের এক মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তাঁর লেখা অনেকগুলি বইয়ের আমি ছিলাম প্রকাশক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান নাৎসী বাহিনী তাঁকে আটক করে জার্মানীর একটি কনসেনট্রেশান ক্যাম্প বা মৃত্যুশিবিরে চালান করে। তাঁর অপরাধ ছিল, তিনি জনাকয়েক ইহুদিকে তাঁর বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলেন, যাতে ইহুদি-বিদ্বেষী জার্মানরা মৃত্যুশিবিরগুলোতে তাদের পাঠিয়ে দিতে না পারে। ভদ্রমহিলার নাম ছিল কোরি। কোরির বোন বেটসি ও বাবাকে কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে হত্যা করা হয়।

ক্যাম্পের অন্যান্য মহিলা বন্দীদের সঙ্গে কোরিকেও নগ্ন করে ক্যাম্পের রক্ষীদের সামনে কুচকাওয়াজ করানো হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর কোরি যখন মুক্তি পান তখন তিনি ঠিক করেন তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে যারা আঘাত করেছে তাদের তিনি সাধারণ অর্থে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু কয়েক বছর পর একদিন জার্মানির একটি চার্চে অপরকে ক্ষমা করার বিষয়ে সারমন্ দেবার পর বিশেষ এক ব্যক্তিকে ক্ষমা করার কাজটা তাঁর কাছে প্রচণ্ড কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঘটনাটার বিবরণ তিনি আমাকে এইভাবে দিয়েছিলেন :

সেদিন মিউনিখের একটা গির্জায় উপাসনা চলছিল। হঠাৎ উপাসনাকারীদের মধ্যে একজনের উপরে আমার চোখ আটকে গেল। এ তো সেই লোক যে র্যাভেনসব্রুক-এর কারাগারের ‘প্রসেসিং সেন্টার’-এ স্মান করার হলঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিত! এই লোকটাই ছিল আমাদের ক্যাম্পের প্রথম আসল কর্তাব্যক্তি, যাকে এতগুলো বছর পর আমি আবার দেখতে পেলাম।

আমি সেবার জার্মানিতে অপরকে ক্ষমা করার বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য গেছিলাম। তখনকার সেই বোমা-বিধ্বস্ত, তিজুতায় ভরা দেশে সবাই সত্য জানার বা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিল, আর আমিও আমার প্রিয় মানসলোকের ছবি তাদের

সামনে তুলে ধরছিলাম। ওখান থেকে সমুদ্র খুব একটা দূরে ছিল না, সেইজন্য বা হতে পারে আমি বড় হয়েছি সমুদ্রের কাছে, তাই আমার ভাবতে ভালো লাগত যে, সমুদ্রই হল সেই জায়গা যেখানে আমাদের ক্ষমা করা সব পাপকে নিষ্ফল করা হয়। তাই আমি সার্বমানে বললাম, “আমরা যখন আমাদের পাপগুলো স্বীকার করি, তখন ঈশ্বর সমুদ্রের গভীরে সেসব পাপকে ছুঁড়ে ফেলে দেন, যা চিরকালের জন্য মুছে যায়।”

উপাসনা শেষ হওয়ার পর সবাই যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, দেখলাম সেই লোকটা ভিড় ঠেলে আমার দিকেই সোজা এগিয়ে আসছে। লোকটার পরনে ওভারকোট, মাথায় হ্যাট; কিন্তু তা মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল আর ভেসে উঠল, নাৎসী বাহিনীর সেই ভয়াবহ নীল রঙের ইউনিফর্ম এবং মাথার খুলি ও আড়াআড়ি হাড়ের চিহ্ন সমন্বিত টুপি ছবি। আমার স্মৃতি বিদ্রুৎগতিতে কতগুলো ছবি পরপর দেখিয়ে দিল : বিশাল একটা হলঘর, যার উপরে জ্বলছে অনেকগুলো কড়া আলো; ঘরের মাথখানে একগাদা পোশাক ও জুতো ঝাঁই করে রাখা; আর এই পুরুষ মানুষটার চোখের সামনে দিয়ে আমাদের উলঙ্গ হয়ে হেঁটে যাওয়ার সীমাহীন লজ্জা। আরও দেখলাম, আমার সামনে পড়ে আছে আমার বোনের নিখর শরীর, তার ফ্যাকাশে চামড়ার তলায় পাঁজরের হাড়গুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সেই লোকটা এখন আমার সঙ্গে করমর্দন করার জন্য সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর বলছে : ‘আপনার আজকের সার্বমনটা দারুন লাগল! সত্যি, আপনার আজকের এই কথাটা

শুনে খুব ভালো লাগছে যে, আমাদের সব পাপ সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেছে!’”

আর আমি, যে একটু আগে ক্ষমা প্রসঙ্গে গড়গড় করে কত কথা বলে গেছে, সে লোকটার বাড়ানো হাতটা না ধরে হাতব্যাগটা অকারণে হাতড়াতে শুরু করল। বলাই বাহুল্য, লোকটা আমাকে চিনতে পারে নি, পারবেই বা কি করে--- হাজার হাজার মহিলা বন্দিদের মধ্যে একজনকে মনে রাখা কি সম্ভব? কিন্তু আমি লোকটাকে এবং তার কোমরে ঝোলানো সেই চামড়ার চাবুকটাকে আজও ভুলিনি। আমাদের যারা বন্দি করেছিল তাদেরই একজনের মুখোমুখি আমি এখন দণ্ডায়মান। আমার মনে হল, আমার শরীরের সব রক্ত জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে।

“ম্যাডাম, আপনি যে র্যাভেনসব্রুক-এর উল্লেখ করলেন,” লোকটা বলল, “আমি ওই প্রিজন-ক্যাম্পের একজন রক্ষী ছিলাম।” না, লোকটা এখনও আমাকে সত্যিই চিনতে পারেনি। “কিন্তু যুদ্ধের পর আমি খ্রিস্টকে মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করি”, লোকটা বলে চলল, “আমি উপলব্ধি করেছি, ওখানে আমার ওইসব নির্ভর কাজ করার

জন্য ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করেছেন। কিন্তু আমি আপনার মুখ থেকে কথাগুলো সরাসরি শুনতে চাইছি।” লোকটা আবার তার হাতটা বাড়াল, “আপনি কি আমায় ক্ষমা করবেন

আমি তবুও পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম! সেই আমি, যার পাপ অতীতে কতবার ঈশ্বর ক্ষমা করেছেন--- দেখা গেল, সে অপরকে ক্ষমা করতে অপারগ। আমার বোন বেটসি ওখানে মরে গেছিল---তাই “আপনি কি আমায় ক্ষমা করবেন?” কথাটা কি মৃত্যুর কোলে বেটসির ধীরে ধীরে ঢলে পড়ার ঘটনাটা মুছে দিতে পারবে?

লোকটা যে করমর্দন করার জন্য অনেকক্ষণ ধরে হাতটা বাড়িয়ে রেখেছিল তা কিন্তু নয়---কিন্তু আমার মনে হল, আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিনতম কাজটা করার জন্য আমি গত কয়েক ঘন্টা ধরে প্রাণপণ লড়াই করে চলেছি।

কিন্তু আমি জানতাম--- কাজটা শেষপর্যন্ত আমাকে করতেই হবে। ঈশ্বর ক্ষমা করেন---এই বাণীর একটা পূর্বশর্ত আছে অর্থাৎ ঈশ্বরের ক্ষমা আমরা তখনই লাভ করব, যখন আমরাও অপরকে ক্ষমা করতে পারব, বিশেষত তাদের, যারা আমাদের আঘাত দিয়েছে, ক্ষতি করেছে। কিন্তু তোমরা যদি লোকদিগকে ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও অপরাধ ক্ষমা করিবেন না (মথি ৬ : ১৫)---এটাকে আমি কেবলমাত্র ঈশ্বরপ্রদত্ত একটা আঞ্জা হিসেবে দেখি না, দেখি একটা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হিসেবে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নাৎসি বাহিনীর হাতে দৈহিক ও মানসিকভাবে অত্যাচারিতদের জন্য আমি হল্যান্ডে একটা হোম তৈরি করি। ওখানকার যেসব বাসিন্দা--- তাদের দৈহিক আঘাত বা ক্ষতচিহ্ন যেরকমই হোক না কে --- তাদের প্রাক্তন শত্রুদের ক্ষমা করতে পেরেছিল, তারা বৃহত্তর জগতে ফিরে যেতে এবং আবার নতুন করে জীবনটা শুরু করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু যারা তাদের মনে তিক্ততাকে জমিয়ে রেখে তাকে সযত্নে লালন-পালন করেছিল তারা বাকী জীবনটা অকর্মণ্য ও অক্ষম হয়েই রইল। বিষয়টা একইসঙ্গে সোজা-সরল এবং ভয়াবহ।

এরপরেও আমি আমার বরফশীতল হৃদয় নিয়ে ওখানে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু আমি ভালো করেই জানতাম, কাউকে ক্ষমা করা কোন আবেগের ব্যাপার নয়। অপরকে ক্ষমা করা নিজের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত একটা কাজ বা সিদ্ধান্ত এবং সেই ইচ্ছা হৃদয়ের তাপ-উত্তাপ কতটা বাড়ল-কমলো তার উপরে নির্ভর করে কাজ করে না। “... প্রভু, সাহায্য কর!” আমি নিঃশব্দে প্রার্থনা করলাম, “আমি করমর্দনের জন্য আমার হাতটা বাড়াতেই পারি। এটুকু কাজ আমি করতেই পারি। আমাকে সেই অনুভূতি, শক্তি ও উপলব্ধিটুকু যুগিয়ে দাও ঈশ্বর।”

এরূপ আমার কাঠের মতো, মেশিনের মতো হাতটা আমি লোকটার বাড়ানো হাতের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। এবং তা করার সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। আমার কাঁধ থেকে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হয়ে আমার ডান বাহু বেয়ে নেমে এসে আমাদের দুজনের সন্মিলিত হাতে একটা ধাক্কা মারল। আর সেই আরোগ্যকারী উষ্ণতা আমার সমগ্র সত্তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, আমার চোখে জল এসে গেল।

“ভাই”, সজল নয়নে আমি তাকে বললাম, “আমি তোমায় সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করলাম”! অনেকক্ষণ আমরা একে অপরের হাত আঁকড়ে ধরে রইলাম, যাঁদের মধ্যে একজন প্রাক্তন রক্ষী আর একজন তার প্রাক্তন বন্দি।

এই ঘটনার আগে আমি কোনদিন ঈশ্বরের প্রেম এত গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি।

অপরকে ক্ষমা করা নিজের ভিতর থেকে উঠে আসা এক সচেতন ইচ্ছা

অপরকে ক্ষমা করা মানে এমন একটা পথকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত যা আমরা স্বেচ্ছায় নিই এবং তার পিছনে থাকে ঈশ্বরের প্রতি ও অপরকে ক্ষমা করার বিষয়ে তাঁর দেওয়া আজ্ঞার প্রতি বাধ্য হওয়ার প্রণোদনা (motivation)।

কলসীয় ৩ : ১৩ পদে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করে বলা হয়েছে, পরস্পর সহনশীল হও এবং যদি কাহাকেও দোষ দিবার কারণ থাকে, তবে পরস্পর ক্ষমা কর।

আমরা কি করে বুঝব আমরা বাস্তবিকই ক্ষমা পেয়েছি

যে ব্যক্তি আপনার জীবনে মস্তবড় ক্ষতি করেছে তার কৃত খারাপ কাজকে যখন আপনি মন থেকে চিরতরে মুছে দেন তখন আপনি আপনার মনের অন্তস্তল থেকে একটা ম্যালিগন্যান্ট (সংক্রামক) টিউমারকে কেটে ফেলে দেন। আপনি তখন আপনার বন্দি/বন্দিীকে মুক্ত করে দিলেও আপনি বুঝতে পারেন যে, আপনার প্রকৃত বন্দি হল আপনারই সত্তা। অপরকে ক্ষমা করার কাজটা যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে এটা আমরা জানতে পারি তখনই, যখন তার ফল হিসেবে মুক্ত আকাশে নির্ভর ডানা মেলা এক স্বাধীনতা আমরা অনুভব করি। কারণ আমরা যতক্ষণ না অপরকে ক্ষমা করতে পারি, ততক্ষণ আমরাই সবচেয়ে ভারাক্রান্ত থাকি, আমরাই বেশি কষ্ট পাই। আমরা যখন অপরকে অন্তর থেকে ক্ষমা করি তখন প্রভু আমাদের মনকে রাগ, তিক্ততা, প্রতিশোধম্পৃহা, ঘৃণা, আঘাতের নোংরা কাদা থেকে মুক্ত করে পরিষ্কার করে দেন, যে খারাপ মনোভাবগুলো একসময় আমাদের শৃঙ্খলিত ও বন্দি করে রেখেছিল। তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপরকে ক্ষমা করার কাজটা ধীরে ধীরে রূপ নিতে থাকে।

তখন পিতর তাঁহার (যীশুর) নিকটে আসিয়া কহিলেন, প্রভু, আমার ভ্রাতা আমার নিকটে কতবার অপরাধ করিলে আমি তাহাকে ক্ষমা করিব? কি সাত বার পর্যন্ত? যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তোমাকে বলিতেছি না সাতবার পর্যন্ত, কিন্তু সত্তর গুণ সাত বার পর্যন্ত (মথি ১৮ : ২১-২২)। যীশুর এই উত্তরের মধ্যেই পরিষ্কার যে, অপরকে ক্ষমা করার কাজ কতটা কঠিন। অর্থাৎ একবারমাত্র কাউকে ক্ষমা করলাম ব্যস্, তারপর সারাজীবন স্বয়ংক্রিয়ভাবে, ‘আমি তো ক্ষমা করেছি’ মনোভাবকে আঁকড়ে ধরে বসে রইলাম, তা তো নয়। অপরকে ক্ষমা করার কাজ মানে হয়ত সারাজীবন ধরেই কাউকে না কাউকে ক্ষমা করে চলা, কিন্তু সেটাই প্রভুর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই আমাদের অবশ্যই অপরকে ক্ষমা করে যেতে হবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না আমাদের হৃদয়ে বিষয়টার চূড়ান্ত ফয়সালা হচ্ছে।

আমাদের ক্রোধকে সামাল দেওয়া ও ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা

অন্য কারও পাপ ও অন্যায় কাজের জন্য আমাদের মনে ক্রোধের সঞ্চার হওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু তার পাপের বিচার করাটা আমাদের কাজ নয়। আমাদের প্রতি অন্যদের কৃত অন্যায়ের জন্য, তাদের জীবনের বিচারের জন্য, আমরা ঈশ্বরের কাছে আর্জি জানাতে পারি; আমাদের উচিত গোটা ব্যাপারটাকে তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরে ছেড়ে দেওয়া। এরপর তাঁদের প্রতি আমাদের পুরনো রাগকে বয়ে চলার আর কোনো দরকার নেই। তোমরা বিচার করিও না, তাহাতে বিচারিত হইবে না। আর দোষী করিও না, তাহাতে দোষীকৃত হইবে না। তোমরা ছাড়িয়া দিও (বা ক্ষমা করিও), তাহাতে তোমাদেরও ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে (মথি ৬ : ৩৭)।

কেন অপরকে ক্ষমা করতেই হবে

অপরকে ক্ষমা করার সবচেয়ে বড় কারণ, যীশু আমাদের বলেছেন, অপরকে ক্ষমা করতে। শাস্ত্রবাক্য আমাদের বলে যে, আমরা যদি অপরকে ক্ষমা না করি, তাহলে আমাদেরও ক্ষমা করা হবে না।

কারণ তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তোমাঙ্গিকেও ক্ষমা করিবেন। কিন্তু তোমরা যদি লোকদিগকে ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও অপরাধ ক্ষমা করিবেন না (মথি ৬ : ১৪-১৫)।

অপরকে ক্ষমা করতে হবে আর একটা কারণে, যাতে আমাদের প্রার্থনা বাধাপ্রাপ্ত না হয়। আর তোমরা যখনই প্রার্থনা করিতে দাঁড়াও, যদি কাহারও বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাহাকে ক্ষমা করিও; যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করেন (মার্ক ১১ : ২৫)।

অপরকে ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত আমাদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটায়

আমরা যখন অপরকে ক্ষমা করি তখন আমাদের ঐশ আত্মা পালনের অঙ্গীকার ও ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার বাসনাকে ঈশ্বর সন্মান প্রদর্শন করেন এবং তাঁর এই কাজ তিনি যথাসময়ে সুসম্পন্ন করেন। আমাদের বিশ্বাসের মাধ্যমে (যা আমাদের দায়িত্ব) অপরকে ক্ষমা করার কাজ আমাদের অবশ্যই করে যেতে হবে ততক্ষণ, যতক্ষণ না আমাদের হৃদয়ে ক্ষমা করার পরবর্তী কার্যক্রমটি (যা ঈশ্বরের দায়িত্ব) সম্পাদিত না হয়।

আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, তোমাদের অন্তরে যিনি উত্তম কার্য আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি যীশু খ্রিস্টের দিন পর্যন্ত তাহা সিদ্ধ করিবেন (ফিলি ১ : ৬)।

আপনার নিজেকে ক্ষমা করার বিষয়ে বাইবেল কি বলে

আমাদের “নিজেকে ক্ষমা করা”-র বিষয়ে বাইবেলে কিছুই বলা হয়নি। তার বদলে অন্য কেউ আমাদের বিরুদ্ধে পাপ বা অন্যায় করার জন্য যখন আমাদের কাছে ক্ষমা চাইবে তখন তাদের ক্ষমা করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের পাপের জন্য খ্রিস্ট ইতিমধ্যে যে মূল্য চুকিয়েছেন তার ভিত্তিতে আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাই তখনই তিনি আমাদের ক্ষমা করেন। যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন এবং আমাদের সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন (১ যোহন ১ : ৯)।

আমরা যদিও বা পাপের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছি তা সত্ত্বেও আমরা অনেকসময় পাপের কাদায় গিয়ে গড়াগড়ি দিতে থাকি এবং এমন সব কাজকর্ম করি যা দেখে মনে হয় আমরা পাপের কারাগার থেকে আদৌ মুক্তি পাইনি। এরপর যেটা হয়, আমাদের মনে একটা অপরাধপ্রবণতা তৈরি হয়; আমরা খ্রিস্টেতে ক্ষমা লাভ করা সত্ত্বেও শয়তানের যে মিথ্যা কথাটায় আমরা বিশ্বাস করি তা হল, আমরা এখনও অপরাধী এবং সেই কারণে আমাদের নিজেদের চিরকাল অপরাধীই ভাবা উচিত।

বাইবেল বলছে, ঈশ্বর যখন কাউকে ক্ষমা করেন, তখন তিনি তার পাপ আর স্মরণে আনেন না (যির ৩১ : ৩৪)।

ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করেছেন মানে এই নয় যে, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর (all-knowing God) সবকিছু ভুলে গেছেন। কিন্তু তিনি আমাদের পাপকে নতুন করে স্মরণ করতে বা আমাদের পাপকে অন্যদের কাছে তুলে ধরতে চান না। আমাদের পুরনো পাপের কথা যখন আমাদের মনে পড়ে তখন আমরা ইচ্ছা করলে সেগুলো নিয়ে জাবর কাটতে

পারি (যার অনিবার্য ফল আবার নিজেকে পাপী বা অপরাধী ভাবা) অথবা আমরা ইচ্ছা করলে সেই পরম বিস্ময়কর ও সর্বোচ্চশ্রেণীর ঈশ্বরের কথা ভাবতে পারি যিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করেছেন এবং তারপর তাঁকে ধন্যবাদ দিতে ও তাঁর প্রশংসা-মহিমা করতে পারি। যাহা যাহা সত্য, যাহা যাহা আদরণীয়, যাহা যাহা ন্যায্য, যাহা যাহা বিশুদ্ধ, যাহা যাহা প্রীতিজনক, যাহা সুখ্যাতিযুক্ত, যে কোন সদগুণ ও যে কোন কীর্তি হউক, সেই সকল আলোচনা কর (ফিলি ৪ : ৮)।

হ্যাঁ, কিছু মানুষ আছেন, যারা কিছুতেই “নিজেকে ক্ষমা করতে পারেন না” বা করেন না; এর মানে হল, তারা তাদের অতীতকে ভুলতে বা তাকে অতিক্রম করতে পারেন না। তারা সত্যিই তাদের পুরনো পাপকে ভুলতে চান না, তার বদলে তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তাদের পাপ কাজের পুরনো অ্যালবামকে মনের পর্দায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে থাকেন ও একধরনের উত্তেজনা অনুভব করেন। এই অতীতচারিতাও একধরনের পাপ। তাই এই পাপকেও স্বীকার করা ও তাকে পরিত্যাগ করা দরকার। আমরা যতবার আমাদের অতীতের পাপের কথা মনে মনে ভাবব ততবার আমরা সেই পাপ বারবার করতে থাকব। এইধরনের ঘটনা একজন বিশ্বাসীর জীবনে যদি ক্রমাগতই ঘটেই থাকে তাহলে পাপ-অপরাধবোধ-পাপ-অপরাধবোধ, এই বৃত্তাকার নকসা তার খ্রিস্টীয় জীবনে ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে এবং তা কখনও শেষ হয় না।

আমরা যখন মনে করব যে, আমাদের পাপকে ক্ষমা করা হয়েছে তখন অন্যদের পাপকে ক্ষমা করাটা আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে যাওয়া উচিত। এই কথা বিশ্বসনীয় ও সর্বতোভাবে গ্রহণের যোগ্য যে, খ্রিস্ট যীশু পাপীদের পরিত্রাণ করিবার জন্য জগতে আসিয়াছেন (১ তীম ১ : ১৫)। অপরকে ক্ষমা করার প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, আমাদের মহান ত্রাণকর্তা আমাদের ক্ষমা করেছেন এবং সপ্রেমে তাঁর আজীবন হওয়ার জন্য তিনি আমাদের তাঁর কাছে আকর্ষণ করেছেন। যখন আমরা শত্রু ছিলাম, তখন যদি ঈশ্বরের সহিত তাঁহার পুত্রের মৃত্যু দ্বারা সম্মিলিত হইলাম, তবে সম্মিলিত হইয়া কত অধিক নিশ্চয় তাঁহার জীবনে পরিত্রাণ পাইব (রোমীয় ৫ : ১০)।

আমাদের মনে পাপ চিন্তার স্রোতকে আসতে ঈশ্বর হয়ত বাধা দেন না। শয়তানও আমাদের মনে মন্দ চিন্তাকে উসকে দিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর এইসবকিছুকে ঘটতে দেন একটা ভালো কারণে--- তা হল, তিনি চান আমরা যেন তাঁর ক্ষমা পাই এবং তাঁর অনুগ্রহের জন্য আনন্দ করি।

কাউকে ক্ষমা করাটা যখন আপনার পক্ষে খুবই কঠিন কাজ বলে মনে হয় তখন মাথা ঠাণ্ডা করে একবার চিন্তা করুন যে, আপনার প্রতি সেই ব্যক্তির খারাপ কাজ বা

ব্যবহারকে ঈশ্বর হয়ত আপনার মঙ্গলের জন্যই ব্যবহার করেছেন। ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করার এই সুযোগ কি অস্বাভাবিক? তাহলে আপনি কি করে অন্যদের বিশ্বাসে বৃদ্ধি করার কাজের পরিচর্যা করবেন? আপনার কোন কোন পাপ ও দুর্বলতা প্রকাশিত হয়েছে? আপনার চরিত্রের কোন কোন গুণ সদ্ব্যবহার করতে আপনি বাধা পেয়েছেন? আপনি যখন বুঝতে পারবেন, যে মানুষটা আপনার ক্ষতি করেছে তাকে ঈশ্বর ব্যবহার করেছেন আপনাকে পরিপক্ব করার জন্য, অন্যদের সেবা বা সাহায্য করার জন্য, ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করার জন্য, তখন আপনার পক্ষে অন্যদের ক্ষমা করাটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন যে, তিনি আপনার জীবনে এইভাবে কাজ করে চলেছেন। করিষ্টের মণ্ডলীকে পৌল লিখেছিলেন, মনুষ্য যাহা সহ্য করিতে পারে, তাহা ছাড়া অন্য পরীক্ষা (বা প্রলোভন) তোমাদের প্রতি ঘটে নাই; আর ঈশ্বর বিশ্বাস্য; তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটিতে দিবেন না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষার পথও করিয়া দিবেন, যেন তোমরা সহ্য করিতে পার (১ করি ১০ : ১৩)।

আর আমরা জানি যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যাহারা তাঁহার সংকল্প অনুসারে আহূত, তাহাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কার্য করিতেছে (রোমীয় ৮ : ২৮)।

ক্ষমা করতে না পারার মধ্যে থাকে শুধু বিষ

অন্যদের ক্ষমা করতে না পারার জন্য বহু মানুষ তাদের শরীর-স্বাস্থ্য ও তাদের জীবনকে ধ্বংস করে ফেলে। এ যেন তিক্ততা, ঘৃণা ও ক্ষমা করতে না পারার বিষকে প্রতিদিন গলাধঃকরণ করা। তাই যীশু আমাদের এই দৃষ্টান্তকথাটি বলেছিলেন : এ জন্য স্বর্গরাজ্য এমন একজন রাজার তুল্যা, যিনি আপন দাসগণের কাছে হিসাব লইতে চাইলেন। তিনি হিসাব আরম্ভ করিলে, একজন তাঁহার নিকটে আনীত হইল, যে তাঁহার দশ সহস্র তালন্ত ধারিত। কিন্তু তাহার পরিশোধ করিবার সঙ্গতি না থাকাতে তাহার প্রভু তাহাকে ও তাহার স্ত্রী পুত্রাদি সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া আদায় করিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহতে সে দাস তাঁহার চরণে পড়িয়া প্রণিপাত করিয়া কহিল, হে প্রভু আমার প্রতি ধৈর্য ধরুন, আমি আপনার সমস্তই পরিশোধ করিব। তখন সে দাসের প্রভু কন্ঠাবিষ্ট হইয়া তাহাকে মুক্ত করিলেন ও তাহার ঋণ ক্ষমা করিলেন। কিন্তু সেই দাস বাহিরে গিয়া তাহার সহদাসদের মধ্যে একজনকে দেখিতে পাইল, যে তাহার এক শত সিকি ধারিত; সে তাহার গলাটিপি দিয়া কহিল, তুই যা ধারিস, তাহা পরিশোধ কর। তখন তাহার সহদাস তাহার চরণে পড়িয়া বিনতিপূর্বক কহিল, আমার প্রতি ধৈর্য ধর, আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিব। তথাপি সে সম্মত হইল না, কিন্তু গিয়া তাহাকে কারাগারে ফেলিয়া

রাখিল, সে পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ না করে। এই ব্যাপার দেখিয়া তাহার সহদাসেরা বড়ই দুঃখিত হইল, আর আপনাদের প্রভুর কাছে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া দিল। তখন তাহার প্রভু তাকে কাছে ডাকাইয়া কহিলেন, দুষ্ট দাস! তুমি আমার কাছে বিনতি করাতে আমি তোমার ওই সমস্ত ঋণ ক্ষমা করিয়াছিলাম; আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া করিয়াছিলাম, তেমনি তোমার সহদাসের প্রতি দয়া করা কি তোমারও উচিত ছিল না? আর তাহার প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া পীড়নকারীদের নিকটে তাকে সমর্পণ করিলেন, যে পর্যন্ত সে সমস্ত ঋণ পরিশোধ না করে। আমার স্বর্গীয় পিতাও তোমাদের প্রতি এইরূপ করিবেন, যদি তোমরা প্রতিজন অন্তঃকরণের সহিত আপন আপন ভ্রাতাকে ক্ষমা না কর (মথি ২৩ : ৩৫)। বিশেষ কারণেও প্রতি ঘৃণা ও তিক্ততা যদি আপনার মনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরপাক খেতে থাকে তাহলে তার চেয়ে বড় অত্যাচার আপনার নিজের প্রতি আর কিছু হতে পারে না।

ক্ষমা করার মাধ্যমে আমরা কাকে সাহায্য করি

যে মানুষটা আপনাকে আঘাত দিয়েছে তাকে যখন আপনি ক্ষমা করেন তখন আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেন জানেন? আপনাকে। আজ্ঞে হাঁ, যাকে আপনি এইমাত্র ক্ষমা করলেন তার চেয়েও বেশি উপকার হল আপনার নিজেরই। যে বা যারা আমাদের আঘাত দেয় তাদের ক্ষমা করা প্রায়শই মনে হয় খুবই কঠিন। মনে হয়, তাদের দেওয়া যে দগদগে আঘাত বা ক্ষত আমি এখনও বহন করে চলেছি সেই কাজের জন্য তাকে ক্ষমা করাটা অনুচিত বা অন্যায্য। আমরা তাদের কাছ থেকে কি প্রচণ্ড কষ্টই না পেয়েছি আর তারা সেইসব বদমাইশির সমুচিত প্রতিফল না পেয়ে কেমন বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাই না! মোট কথা, আমরা যখন অপরকে ক্ষমা করি, তখন আমরা বাস্তবিক নিজেদেরই সাহায্য করি।

অন্যদের ক্ষমা করার মাধ্যমে আমরা যখন অন্যদের দায়মুক্ত করি তখন আমরা প্রকৃতপক্ষে তাদেরকেও সাহায্য করি, যাতে একমাত্র ঈশ্বরের পক্ষেই যে কাজটা তাদের জীবনে করা সম্ভবপর তা তিনি এবার শুরু করতে পারেন। কিন্তু আমরা যদি ঈশ্বরের উপরে আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা না রাখার ও ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ হওয়ার পরিবর্তে আমাদের আঘাতকারী/কারিনীর উপরে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করে চলি বা পরিস্থিতির সুযোগ নিই তাহলে সেই ব্যক্তির বিষয়ে ঈশ্বরের আর কোন দায়দায়িত্ব থাকে না। যারা আমাদের চরম আঘাত দিয়েছে তাদের ক্ষমা করার মধ্যে দিয়ে যখন আমরা তাদের ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করি, তখনই ঈশ্বর তাদের জীবনে কাজ শুরু করেন। তাই অপরকে ক্ষমা করা হল, ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ হওয়ার সর্বপ্রথম ধাপ। এরপরই বিশ্বস্ত ঈশ্বর তাঁর যেমন ইচ্ছা সেই অনুযায়ী, তাঁর আশীর্বাদের ফসলে আমাদের ভরিয়ে দেবেন।

আমাদের জীবনে ঈশ্বর যেসব কাজ সম্পাদন করতে চাইছিলেন, অপরকে ক্ষমা করার পর তার দরজা হাট করে খুলে যায়। অপরকে ক্ষমা করতে না-পারার বিষয় যখন আমাদের মন থেকে একেবারে দূর হয়ে যায়, তখন আমাদের জীবন সুখ, সাফল্য, তৃপ্তি ও আনন্দে ভরে ওঠে এবং শারীরিকভাবেও আমরা অনেক সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি।

মার্ক ১১ : ২২-২৬ পদে যীশু আমাদের জানিয়েছেন, অপরকে ক্ষমা করতে না পারা কিভাবে আমাদের বিশ্বাসের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যীশু ... তাঁহাদিগকে (শিষ্যদের) কহিলেন, “ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে কেহ এই পর্বতকে বলে, ‘উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়’ এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যাহা বলে তাহা ঘটবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে। এইজন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচনা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে। আর তোমরা যখনই প্রার্থনা করিতে দাঁড়াও, যদি কাহারও বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাহাকে ক্ষমা করিও; যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করেন। অর্থাৎ, আমরা যদি অন্যদের ক্ষমা না করি, তাহলে পিতা ঈশ্বরের পক্ষে আমাদের পাপ ও অপরাধকে ক্ষমা করা সম্ভবপর হয় না। আমরা যখন দয়া ও ক্ষমার বীজ বুনব, তখন আমরা দয়া ও ক্ষমার ফসলই ঘরে তুলব। আর আমরা যখন বিচার বা দণ্ডাজ্ঞার বীজ বুনব তখন আমরা বিচার বা দণ্ডাজ্ঞার ফসলই ঘরে তুলব। ফলে আপনি যখন অপরকে ক্ষমা করতে ইচ্ছুক হন, তখন ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার সহভাগিতা মসৃণ ও বাধাহীনভাবে বয়ে চলে। কিন্তু তা বাধাপ্রাপ্ত হয় আপনার ক্ষমা না-করার মনোভাব থেকে। এছাড়াও আমাদের ক্ষমা করার শক্তি আমাদের শত্রুকে আমাদের উপরে দখল নেওয়ার কাজে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। পৌল ইফিসীয়দের প্রতি পত্রে লিখেছেন, ক্রুদ্ধ হইলে পাপ করিও না; সূর্য অস্ত না যাইতে যাইতে তোমাদের কোপাবেশ শান্ত হউক; আর দিয়াবলকে স্থান দিও না। আজ্ঞে হাঁ, আপনার উপরে অত্যাচার করতে দিয়াবলকে সাহায্য করবেন না। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপরকে ক্ষমা করুন।

আমি একজনকে ঘৃণা করছি কিন্তু আর একজনকে ভালোবাসছি---এটা খুবই কঠিন একটা কাজ। আমাদের অন্তর যখন ক্ষিপ্ত, ক্ষুদ্ধ তখন কারও সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা খুব কঠিন। এমনকি যাদের আমরা ভালোবাসতে চাই তারাও তখন আমাদের তিক্ততা, ঘৃণা ও ক্ষমাহীনতার কারণে কষ্ট পায়।

উপসংহার

অপরকে ক্ষমা করার বিষয়ে এই পাঠ শেষ করার মুখে জোরালো পদক্ষেপ সংক্রান্ত কয়েকটা ধ্যান-ধারণার কথা বলি। ক্ষমাকে কার্যকর করার জন্য আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যের অনুসারী হতে হবে। সেইধরনের কয়েকটি নির্দেশ বা উপদেশ :

সিদ্ধান্ত নিন সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে

আমরা যদি ক্ষমা করার অনুভূতি বা মনোভাব তৈরি হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতেই থাকি তাহলে আমরা সারাজীবনে কোনদিনই অপরকে ক্ষমা করতে পারব না। আমাদের উচিত এ ব্যাপারে ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ হওয়াকে বেছে নেওয়া এবং তিক্ত চিন্তা দিয়ে আমাদের মনকে বিধিয়ে দেওয়ার শয়তানের প্রচেষ্টাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করা। আপনি অপরকে ক্ষমা করার নৈতিক সিদ্ধান্ত নিন এবং দেখুন ঈশ্বর যথাসময়ে আপনার মনের আবেগজনিত ক্ষতকে কিভাবে সারিয়ে তোলেন।

আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীদের ক্ষমা করিয়াছি; আর আমাদের ক্ষমা করিতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর। কারণ তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তোমাদিগকেও ক্ষমা করিবেন (মথি ৬ : ১২-১৪)।

পবিত্র আত্মার উপরে নির্ভর করুন

পবিত্র আত্মার শক্তি বিনা আমরা কাউকে ক্ষমা করতে পারি না। নিজের চেষ্টায় এ কাজ করা খুবই কঠিন। আমাদের মন যদি কাউকে সত্যিই ক্ষমা করতে উদ্বীণ হয়ে ওঠে তাহলেই ঈশ্বর অপরকে ক্ষমা করার শক্তি আমাদের প্রদান করবেন; কিন্তু এর জন্য আমাদের নতনশ হতে হবে ও তাঁর সাহায্যের জন্য ক্রন্দন করতে হবে। যীশু তাঁর শিষ্যদের উপরে ফুঁ দিয়ে বলেছিলেন, পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর (যোহন ২০ : ২২-২৩)। এর ঠিক পরেই তিনি অপরকে ক্ষমা করার বিষয়ে তাঁর নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, তোমরা যাহাদের পাপ মোচন করিবে, তাহাদের মোচিত হইল; যাহাদের পাপ রাখিবে তাহাদের রাখা হইল (এর আধুনিক অনুবাদ : তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর, তবে সে ক্ষমা পাবে। তোমরা যদি তাদের ক্ষমা না কর, তারা ক্ষমা পাবে না)।

অনুগ্রহ করে প্রার্থনা করুন, যেন ঈশ্বর আপনার উপরে পবিত্র আত্মা সেচন করেন যাতে কিনা আপনি আপনার আঘাতকারীকে ক্ষমা করতে পারেন।

ঈশ্বরের বাক্য মেনে চলুন

ঈশ্বরের বাক্য আমাদের শত্রুদের ক্ষমা করার শিক্ষা দেয়

কিন্তু তোমরা যে শুনিতেছ, আমি তোমাদিগকে বলি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও; যাহারা তোমাদিগকে ঘেব করে, তাহাদের মঙ্গল করিও; যাহারা তোমাদিগকে শাপ দেয়, তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিও; যাহারা তোমাদিগকে নিন্দা করে, তাহাদের নিমিত্ত প্রার্থনা করিও (লুক ৬ : ২৭-২৮)। যাহারা তাড়না করে, তাহাদিগকে আশীর্বাদ কর, আশীর্বাদ কর, শাপ দিও না (রোমীয় ১২ : ১৪)। এখানে আশীর্বাদ কর কথাটার মানে হল, “ভালো কথা বল” এবং শাপ দিও না কথাটার মানে হল, “মন্দ কথা বোলো না”।

যে মানুষটা বছ বছর আগে আপনাকে আঘাত দিয়েছিল তাকেও যেমন আপনি ক্ষমা করবেন তেমনি যে লোকটা গতকাল বাসে আপনার পা মাড়িয়ে দিয়েছে তাকেও আপনি ক্ষমা করে দিন। আপনার জীবনের দু’প্রান্তের এই দুই ব্যক্তিকে ক্ষমা করা ছাড়াও এদের মাঝখানে যারা রয়েছে তাদেরকেও ক্ষমা করুন। এবং খুব তাড়াতাড়ি ক্ষমা করুন। কারণ যত তাড়াতাড়ি ক্ষমা করতে পারবেন, ক্ষমা করাটা তত সহজ কাজ হয়ে যাবে। মথি ১০ : ৮ পদ বলছে, তোমরা বিনামূল্যে পাইয়াছ, বিনামূল্যেই দান করিও। এখানে ক্ষমা মানে “কারণ কোন ভুল কাজ বা পদক্ষেপকে মার্জনা করা, কোন ঋণ মকুব করা, কোন বাধ্যবাধকতা থেকে কাউকে অব্যাহতি দেওয়া, মাপ করা, দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া, বাতিল করা এবং নিঃশর্তে কাউকে কোন সুবিধা দেওয়া” ইত্যাদি।

আপনার জীবন যেমনটা হবে বলে আপনি আশা করেছিলেন, তেমনটা হয়নি বলে যদি আপনি ঈশ্বরের উপরে রাগ করে থাকেন তাহলে তাঁকেও ক্ষমা করে দিন। ঈশ্বর সর্বদা ন্যায়পরায়ণ। হয়ত আপনার এমন কিছু বিষয় আছে যা আপনি উপলব্ধি করতে পারছেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসেন। একমাত্র যে অনন্ত ও অদ্বিতীয় ব্যক্তিসত্তা আপনাকে সত্যি করে সাহায্য করতে পারেন তাঁর সাহায্য যখন আপনি নেন না, তখন সেটা একটা গুরুতর রকমের ভুল কাজ।

তাই মনের তিক্ততা, ঘৃণা এবং ক্ষমাহীনতার যে বিষ আমাদের সত্তায় তৈরি হয় তা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করুন।

মনে রাখবেন হিতোপদেশ ৪ : ২৩ পদের সেই অনুপম শিক্ষা :

সমস্ত রক্ষণীয় অপেক্ষা (বা সর্বযত্নে) তোমার হৃদয় রক্ষা কর, কেননা তাহা হইতে
জীবনের উদগম হয় (বা তুমি যা কিছু কর সেখান থেকেই সব কিছু উৎপন্ন ও প্রবাহিত
হয়)। তাই অপরকে ক্ষমা করার জন্য ঈশ্বরের বাক্যের ধারামানে নিজেকে ধৌত
করুন ও শুচিন্মিষ্ট হোন।

প্রশ্নমালা

- মথি লিখিত সুসমাচার অনুযায়ী যীশু তাঁর পরিচর্যাকাজের (ministry) শুরুতে
সর্বপ্রথম কোন ধর্মোপদেশটি (message) উচ্চারণ করেছিলেন?
- অনুতাপ কথাটার প্রকৃত অর্থ বা ব্যঞ্জনা কি?
- আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া নির্দেশ বা আজ্ঞাগুলি যদি আমরা মেনে
চলি তাহলে তার ফল কি হবে?
- ঈশ্বরের কাছে ভগ্নচূর্ণ অস্ত্র নিয়ে উপস্থিত হওয়ার অর্থ/ব্যঞ্জনা কি?
- প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও আপনি অন্য একজনকে কিংবা নিজেকে কিছুতেই কি
ক্ষমা করতে পারছেন না?
- আমরা যদি মনে করি, ক্ষমা করা সম্ভব নয়--- তাহলে কি হতে পারে?
- অপরকে ক্ষমা করার জন্য আমরা কিভাবে স্বেচ্ছা-সিদ্ধান্ত (conscious
decision); নিতে পারি?
- ক্ষমাশীল জীবন যাপন করার জন্য আমরা কার উপর নির্ভর করব এবং এর জন্য
আমাদের কোন ধরনের আজ্ঞা পালন করতে হবে?